ইবির ঘটনা তদন্তে কমিটি

অভিযোগ দেওয়ায় শিক্ষার্থীকে হুমকি ছাত্রলীগ নেতার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লালন শাহ হলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বৈধ সিট থেকে এক শিক্ষার্থীকে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে হল প্রশাসন। গতকাল রবিবার হলের প্রাধ্যক্ষ আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে এই কমিটি গঠন করেন।

এদিকে সিট থেকে নামিয়ে দেওয়া সেই ছাত্র নিরাপত্তা শঙ্কায় আছেন বলে জানিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে কুষ্টিয়া শহরে অবস্থান করছেন। লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর

শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তাঁকে ডেকে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওই শিক্ষার্থীর।

তদন্ত কমিটিতে হলের আবাসিক শিক্ষক হেলাল উদ্দীনকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। অন্য দুই সদস্য হলেন আবাসিক শিক্ষক পার্থ সারথি লস্কর ও সহকারী প্রক্টর শরিফুল ইসলাম জুয়েল। কমিটিকে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

সিট থেকে নামিয়ে দেওয়া এবং বই, খাতা ও বিছানাপত্র বাইরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় গত শনিবার মাহাদী হাসান নামের এক শিক্ষার্থী হল প্রাধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। এতে ছাত্রলীগকর্মী তরিকুল ইসলাম তরুণ, ফাহিম ফয়সাল ও আতাউর রহমান রাজুর নামে অভিযোগ করা হয়। অভিযুক্তরা শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ের অনুসারী।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে সিটে উঠিয়ে দিতে হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে ওই ছাত্র প্রশাসন ও হল প্রাধ্যক্ষের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন।

ভুক্তভোগী মাহাদী হাসান বলেন, ‘হল প্রভোস্ট ফোন করে রবিবার সকাল ৯টায় হলে যেতে বলেছিলেন। তবে আমি বলেছি, যেহেতু আমাকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হুমকি দিয়েছেন। আমি নিরাপত্তা শঙ্কায় আছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন,

প্রক্টরিয়াল বডি ও ছাত্রলীগ যদি আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তাহলে আমি ক্যাম্পাসে যাব। না হলে যাব না। নিরাপত্তা শঙ্কার কথা প্রভোস্টকে জানিয়েছি কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি।'

হুমকির বিষয়ে শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, 'আমরা কেন একজন শিক্ষার্থীকে হুমকি দেব? হুমকি-ধমকির রাজনীতি আমরা করি না। এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।'

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম বলেন, 'তদন্ত কমিটি করেছি, প্রতিবেদন হাতে পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয়েছে, তাকে রবিবার আসতে বলেছিলাম, কিন্তু আসেনি। সোমবার (আজ) সকালে আসতে বলেছি, এলে তাকে ওই সিটে তুলে দেওয়া হবে। ওই শিক্ষার্থী নিরাপত্তার বিষয়ে লিখিত চেয়েছে। কিন্তু লিখিত দেওয়া সম্ভব না। হলের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।'